R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২৫শে জুলাই, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

জঙ্গীপুর হাই মাদ্রাসার মামলা উপস্থিত চাপা রইল

আসামীপক্ষের উপস্থিত রেহাই

॥ তদন্তকারী অফিসারের সহায়তা দানে দীর্ঘ গড়িমসি ॥

বিচারকের ক্ষোভ

ঘটনা জঙ্গীপুর সাবডিভিশনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টের। জি, আর, কেস নম্বর—৮৩৫, ১৯৬৯ সালের। মামলা—সরকার পক্ষ বনাম সাহাদৎ হোসেন ও অন্যান্যদের মধ্যে। বিষয়—জঙ্গীপুর হাই মাদ্রাসার তহবিল তছরুপ, জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি।

গত ২৮-৬-৭৩ তারিখে মাননীয় বিচারকের আদেশপত্রে দেখা যায়, পাবলিক প্রসিকিউটর মহাশয় সময়মত তদন্তকারী অফিসার মহাশয়ের কাছ থেকে সহায়তা পাচ্ছেন না বলে মামলায় যে অসুবিধা দেখা দিতে থাকে, সে সম্বন্ধে গত ১৯-৫-৭৩ তারিখ মুর্শিদাবাদ এ, ডি, এম (জি) মহাশয়কে অবহিত করা হলে তিনি মেমো নং ২২৩৬-জে, তাং ১৬-৬-৭৩ পত্রে জানান যে, ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় বিচারক আদেশপত্রে আরও বলেন যে, রেকর্ড থেকে জানা যায়, তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার তারিখ ৩০-৮-৭২ হতে পালা-বদলের পালায় ২৯-১১-৭২ ; ৬-২-৭৩ ; ২৩-৪-৭৩ এবং ২৮-৬-৭৩ পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। নয় মাসের মধ্যেও কাগজপত্র তৈরী হল না যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও। পাবলিক প্রসিকিউটর তদন্তভিত্তিক রিপোর্ট দাখিল করতে পারলেন না। মাননীয় বিচারক বলেন যে, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার তাই "The case will be revived when the state will come ready with the copies." এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ষ্টেটের গড়িমসি ভাবে এবং দীর্ঘসূত্রিতায় মাননীয় বিচারকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। তদন্তকারী অফিসার তাঁর স্বকর্তব্য সম্পাদনে দিনের পর দিন কাটিয়ে গেলেন যার জন্যে মামলার সুষ্ঠু পরিচালনা চরম ব্যাহত হয়েছে। এই অবস্থায় মাননীয় বিচারক তদন্তরিপোর্ট পাওয়ার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারেননি। এ, ডি, এম (জি) মহোদয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, সে সম্পর্কে এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ কর্ম্মযজ্ঞ পর্য্যবেক্ষণ

ফরাক্কা ব্যারেজ—ফরাক্কার উজানে এবং ভাটিতে গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ-কল্পে কি ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে এবং তার ফলাফল সরেজমিনে দেখার জন্য মহঃ ইদৃশ আলি, এম, এল, এ-র নেতৃত্বে মোট চার জনের একটি দল গত ১৫ই জুলাই এখানে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বশ্রী ইদৃশ আলি, চেয়ারম্যান, কমিশন অন গভর্ণমেন্ট এ্যাসিওরেন্স, ডাঃ মোতাহার হোসেন, মধুসূদন রায় এবং কান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী। সকলেই বিধান সভার সদস্য। তাঁরা দুদিন ধরে মালদহের পঞ্চানন্দপুর এবং জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা থেকে নিমতিতার দুর্গাপুর পর্য্যন্ত পাথরের ত্রিকোণ বাঁধের সাহায্যে ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রচেষ্টার কর্ম্মযজ্ঞ স্বচক্ষে দেখেন।

এক সাক্ষাৎকারে শ্রীচ্যাটার্জ্জী জানান, প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘটনাস্থলের গ্রামবাসীগণও ত্রিকোণ বাঁধের ফল হাতে হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ ধরণের প্রচেষ্টা কতদিন ধরে চালান সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে পাথর ফেলে সাময়িক বন্ধ রাখা কতদূর সম্ভব চিন্তা করে দেখতে হবে। কেন না, এর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক রয়েছে। সব দিক দিয়েই খতিয়ে দেখা দরকার। সেইজন্য তাঁরা তাঁদের পর্য্যবেক্ষণ-প্রতিবেদন এখনই দাখিল করবেন না। তাঁরা আবার শীতকালে এর ফলাফল দেখতে চান এবং সদলবলে শীতকালে দেখে তবে মতামত কালির আখরে দাখিল করবেন। প্রথমে ন'জনের আসার কথা ছিল। সোমনাথ লাহিড়ী অসুস্থ। অন্য চারজনও অজ্ঞাত কারণে আসতে পারেননি।

ভ্রাম্যমান পর্য্যবেক্ষক দলের কর্ম্মসূচীর মধ্যে মালদহের গৌড়, পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ এবং হাজারদুয়ারীসহ নবাববাড়ী পরিদর্শনের কথাও আছে।

"সর্ব্বসমস্যাহর দাওয়াই, 'বন্ধ'—"

—দিলদার

সেবন করো ম্যাজিক দাওয়াই, বন্ধ যার নাম,
ইস্‌সে মিল্‌তা বহুৎ ইনাম, ক্যায়্‌সা কিঁয়া কাম।

বর্ত্তমান বাজারের সেরা দাওয়াই, বন্ধ। সর্ব্বরোগহর, সর্ব্বসমস্যাহর। সবার উপযুক্ত করে বোতলে তরল, গলধঃকরণের জন্য টিকিয়া (বড়ি), হাতে, কোমরে ও গলায় বাঁধবার তরে কবচ এবং তড়িৎগতি ফল পাবার আশায় সুঁই-য়ের জন্য এ্যামপিউল বাজারে ছাড়া হচ্ছে আগামী ২৭শে জুলাই।

পেছনের খবর, বন্ধ দাওয়াই-এর ব্যবসায় মন্দার দরুণ কংগ্রেস সরকার টেক-ওভার করে পরিচালন ভার স্ব-হস্তে নিয়েছিলেন। বড়বাজারি প্রথায় চোলাই করে বাজারে ছেড়েছিলেন। বাজার হিসাবে কাটতি হচ্ছিল ভালোই। এই সেদিন গঙ্গার ভাঙ্গন বন্ধ করতে জঙ্গিপুর বন্ধ সেবন করেছিলেন হেকিমি প্রথায়। হাজী সাহেব ছিলেন তখনকার মতো তত্ত্বাবধায়ক।

বন্ধ দাওয়াই ছিল বামপন্থীদের আবিষ্কৃত। মাঝে থেকে হাত ছাড়া হয়েছিল। এবার লিমিটেড ফারমে নতুন শক্তিতে ভরপুর করে বাজারে বেরুচ্ছে। পথে-ঘাটে, হাটে-বাটে ক্যানভাসার। আওয়াজ, সেবন করুন, ব্যবহার করুন। ইনডিয়ান ছিপি আঁটা (সি, পি, আই) রুশ-বোতলে ভারতীয় ভেষজ থেকে তরল, রাম চ্যাটারজীর টিকিয়া (বড়ি), ছিপি আঁটা মাদুলী (সি, পি, এম) এবং আর এক কোং-র সুঁইয়া। বন্ধ সেবনে (পালনে) দ্রব্যের দাম বাড়বে না, কালোবাজার থাকবে না। সব সাদা বাজার হয়ে যাবে, যা এখন সাদা চোখেই দেখা যায়। গরীব আরো গরীব হতে হতে পরনে বস্ত্র থাকবে না। খাদ্য বস্তুর তো কথাই নেই। হাঁ করতেই পেটে ঢুকে যাবে। চাই কি, একবার ব্যবহার করেই দেখুন।

এই গত ২৩শে জুলাই হাবোল বাবু তাড়িখানার ক্যাবলাকে বললেন—বন্ধ-এর দিনে তোর তাড়িখানা বন্ধ। এ না হলে চলে না, দেখছিস না সব সমস্যা? ক্যাবলা বলে—বন্ধ কি গরু, যে বলদের মত বাচ্চা দেবে? শুনছেন না, গাই-বাছুর অলারা ওদিকে বলছে যে, তাদের বন্ধ দাবাইয়ে ভাল ফল ফলে। চুলকানি হয় না। অন্যদের বন্ধে খুজলি হয়, দর বাড়ে, ঝগড়া লাগে ইত্যাদি। তাই বাবু, বন্ধ বন্ধই। গোড়া কেটে ডগায় জল দিলে কোন ফল হয় না। বরং দর বাড়ানোর পক্ষে একটি মওকা আবার মিলে। বন্ধের ষাঁড়ে ষাঁড়ের লড়াইয়ে নলখাগড়ার বিনাশ ঘটে। আরো আছে। দু'দিন বাদেই দেখবেন। একেবারে হাতে গরম। 'ইনশাআল্লা'।

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ হাভাতের খেদ ॥

আজকাল সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের নানা কথা শুনা যায়। এইরূপ হইলে দেশের দৈন্য অনেকাংশে দূর হইবে। মানুষের মধ্যে আসিবে সমত্ববোধের চিন্তা ও ধ্যানধারণা। ফলে আজ দেশের মধ্যে যে সব দিক মানুষের শত্রুতাসাধন করিতেছে, তখন তাহা থাকিবে না। সেই সম্ভাব্য উজ্জ্বল সমাজমন আজিকার সমাজমন হইতে নিশ্চয় পৃথক হইবে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। এখনকার সমাজ-জীবনে ত চরম নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। সরকারকে ইহার জন্য নানাভাবে নিন্দা-গঞ্জনা শুনিতে হয়। সমাজের নানা পাপ যাহা দানা বাঁধিতেছে; তাহা দূর করিতে সরকার পারিতেছেন না। কিন্তু এই ব্যাপারে নাগরিক নীতিও আজ মানুষ বিসর্জন দিতে বসিয়াছে। সরকারী বহুবিধ ব্যর্থতা, এবং মানুষের নাগরিক কর্তব্যচ্যুতি আজ সমাজকে জটিল ও পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। এই জটিলতা কাটান ও পঙ্কিলতা দূর করার জন্য সরকারের মত সাধারণ মানুষের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, তাহা পালনে আমরা সচেষ্ট নহি।

মানুষকে হাতে মারার বদলে ভাতে মারার বন্দোবস্ত এইরূপ অন্যতম পাপ। যৎকালে দেশ-ব্যাপী খাদ্যের হাহাকার চলিতেছে। তখনই 'টু-পাইস' করিবার কী বিপুল আয়োজন! পশ্চিম-বঙ্গের বাজারে যখন চিনির অভাব, তখন বর্দ্ধিত দরে চিনি পাওয়া যাইতেছে। কোন বেসরকারী সংস্থা কলিকাতা পোরট কমিশনারস এর কাঁটাপুকুর গুদামে ২ কোটি টাকা মূল্যের ৫৮ হাজার বস্তা চিনি মজুত রাখিয়াছেন—এ সংবাদ অনেকেই জানেন। আর ইহাও নাকি শুনান হইয়াছে যে, এই চিনি সম্পর্কে সরকারের কিছু করিবার নাই, যেহেতু ইহা বেসরকারী চিনি। ধন্য আমরা!

সরিষার তেল অখাদ্য হইলেও সাড়ে সাত হইতে আট টাকা কিলো দরে ক্রেতব্য; তখনই ৩০ হাজার টন কানাডার রেপ্ সীড গুদামবন্দী থাকার খবর পাওয়া গেল। বাজারে প্রাপ্তব্য তেল যেমন কদাকার, দামেও বৃহদাকার। সমাজতান্ত্রিক চেতনা জিন্দাবাদ!

মাথাভাঙ্গা ডালের দাম অভিজাত অন্ত্যজ সকলেরই। খাদ্য বিভাগ ক্রীত ১ কোটি টাকা মূল্যের কলাইয়ের ডাল বিক্রয় হইতেছে না। ফলে সরকারের বিরাট লোকসান। তাই ডাল বিক্রয়ের জন্য দিকে দিকে ছুটিতে হইতেছে। সমাজ-তান্ত্রিকতার ক্ষুদ্র এককগুলি ডালের দরে নাজেহাল!

চালের ব্যাপারে সব ফায়সালা হইয়া গিয়াছে। নামমাত্র পরিমাণ রেশনে প্রাপ্তি। গমের সংগ্রহ-মাত্রা গঙ্গাযাত্রা করিল কিনা কে জানে। ইহার মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয়সঙ্কোচ করার নির্দেশ দিয়াছেন রাজ্যে রাজ্যে। বাজেটের টিকিতে টান পড়িতে বিচিত্র কি? এই পরিস্থিতিতে দুর্গাপুরে বিদেশী টারবাইন বিশেষজ্ঞ পুষিতে তাঁহার বেতন গণিতে হয় মাসে ২৪০০০ টাকা, দৈনিক ৮০০ টাকা। সমাজচেতনার নূতন দিক গরীবী হঠাও।

'তুমি থাক সিন্ধুপারে'……

জানা গিয়াছে, ফ্রান্সে বিচরণরতা স্বেচ্ছা-উর্দ্ধাঙ্গ-অনাবৃতা শ্রীমতীদের দিকে যুবকদের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তদীয়া স্বামীকুল ক্ষিপ্ত হইয়া বাদানুবাদ ও পরিশেষে যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন। উর্দ্ধাঙ্গবিবস্ত্রা এই কুলবধূরা কেহ সূর্যস্নানে, কেহ উত্তপ্ত আবহাওয়ায় দেহজ্বালা জুড়াইতে থাকেন। তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র সমুদ্রতট কিংবা নিজেদের বাগান। স্বামী নামক পদার্থেরা কাছে-ভিতে অপেক্ষা করিতে থাকেন, হয় ত বা প্রহরাকার্যে নিযুক্ত হন। হাস্যে-লাস্যে, চটুল ভঙ্গিমায় কেহ সমুদ্রতটে বালুক্রীড়ারতা, কেহ রবিকরখরশর-পরশনকাতর-কুঞ্জবনবিলাসিনী। তাঁহারা আড়াল-আবডাল হইতে যদিবা কোন কোন হতভাগ্য পরিদৃষ্টা হন, তবে বেচারা যুবকদের আক্কেল সেলামী দিতে হয় গুলি খাইয়া অথবা ডাণ্ডাবাজি সহিয়া। গোবেচারি পুলিশ কোন পক্ষই সমর্থন করিতে না পারিয়া সকলকেই আটক করেন।

অনেক দিন হইল, একদা মার্কিণ মুলুকের শ্রেষ্ঠা মহিলা তৎকালীন শ্রীমতী কেনেডি বিধবা হওয়ার পর দ্বিতীয় বার স্বামী পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের এক নির্জন দ্বীপে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে যখন বিচরণ করিতেছিলেন, এক সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার তাঁহার সেই অবস্থার ছবি তুলিয়া লইয়াছিলেন। পশ্চিমী দুনিয়ায় ইহা লক্ষ লক্ষ মুদ্রায় বিক্রয় হইয়াছিল। এই ছবি তুলিবার সুযোগলাভে উক্ত ভদ্রব্যক্তিকে অনেকদিন ধরিয়া প্রচেষ্টা চালাইতে হয়।

পাশ্চাত্য বিদেশিনীরা ভারতীয় রুচির বিচারে পোষাকে-পরিচ্ছদে অনেকটাই অনাবৃতা, বে-আব্রু। মিনি পোষাকের ঢেউ এখানে আসিয়া লাগিলেও, প্রাচীরবেষ্টিত ছাদে শীতের অপরাহ্নে মাথার চুল শুকাইতে যাঁহারা বার বার সচকিত হইতে অভ্যস্ত, তাঁহারা সাগরপারের স্বগোত্রীয়াদের এই অদ্ভুত শখ নিশ্চয়ই ঘৃণায় নাক সিঁটকাইবেন। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পরিশীলিত রুচিবোধ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও উৎকর্ষের সাথে সাথে যেখানে প্রকাশমান, সেখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ আদিম বর্বর যুগের দৃশ্যের অবতারণা সকল গর্বকে ধূলায় মিশাইয়া দেয়।

ঈভ-এর জন্যই সকল বিপর্যয় আদমের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। উল্লেখিতা শ্রীমতী নগ্নিকারা আদি মানবের বংশগতির ধারিকা হইয়াছেন এবং ঈভকল্প খেয়ালের খেলায় আজ তথাকথিত আদমদের গুলি-ডাণ্ডা খাইতে হইতেছে অথবা কয়েদে যাইতে হইতেছে। এই ঘোরতর দুর্দিন আমাদের দেশে বিলম্বিত হউক।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রশ্নপত্র রচনায় অবিচার

মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শাখা জঙ্গিপুর পৌরসভা প্রাঃ শিঃ সমিতি পরিচালিত ১৯৭৩ সালের ষাণ্মাসিক পরীক্ষার দু'টি প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে:

৪র্থ শ্রেণীর ইংরেজী প্রশ্নপত্রে 'a' অথবা 'an' দিয়ে শূন্যস্থান পূরণের প্রশ্নে (নং ৩) '— old' এর পর কোন বিশেষ্যপদ না দেওয়া কি প্রশ্ন হিসেবে ঠিক হয়েছে? ঐ প্রশ্নেই '— Rat' ও '— Umbralla' (ভুল বানান লক্ষণীয়) দেওয়া আছে। তার উত্তরে ছেলেমেয়েরা Capital 'R' ও 'U' লিখলে এবং যেমন দেখছে তেমনি ভুল বানান লিখলে পুরো নম্বর পাবে কি? ৬নং প্রশ্নে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিতে ১ম বাক্যে 'Thats,' ৪র্থ বাক্যে ভুল বানান 'danceing' আছে। ঐ প্রশ্নের (d) অংশের উত্তরে danceing লিখলে পরীক্ষক কী করবেন? ৩য় বাক্যের Samir এবং (c) এর প্রশ্নের Samar মহাসমর বাধিয়েছে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে।

৩য় শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্নে দেওয়া আছে—'মহাভারত কে বচনা করেন? মহাভারতে মোট কয়টি পর্ব্ব আছে?' (১নং প্রশ্ন)। ৭ম 'খ' প্রশ্নে 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে — অর্জ্জুনের সারথী ছিলেন।' ৭ম 'ঘ' প্রশ্নে 'ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য — নাম হয়েছিল ভীষ্ম।' ৬নং প্রশ্নে 'টীকা লেখ—গীতা' সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার প্রকাশিত বর্তমান বৎসরের ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য ইতিহাস প্রথম ভাগ (৭ম সংস্করণ, জুলাই ১৯৬৯) বইয়ের পঠিতব্য 'কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ' অংশে এগুলির একটিরও উল্লেখ নাই। তাই পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত প্রশ্ন করার অধিকার সরকারের কত নং সারকুলারে আছে, জানতে ইচ্ছা হয়।

পাঠ্যাংশ বহির্ভূত প্রশ্ন দিয়ে এবং চরম অসাবধানতার সঙ্গে প্রশ্নপত্র রচনা করে শিক্ষক সমিতির এই শাখা-সংস্থা সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের উপর খুবই অবিচার করেছেন এবং নিজেরা কী পরিমাণ দায়িত্ব সচেতন নন, তারই পরিচয় দিয়েছেন।

—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

বহরমপুরে নবাব সামস-উল-হুদা

গত শনিবার মাননীয় নবাব সার সামস-উল-হুদা বহরমপুরে শুভাগমন করিয়া পাগলাগারদ ও জেলা-বোর্ড পরিদর্শন করিয়াছেন। বহরমপুর জেলাবোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন পরিচালিত এই জেলাবোর্ডের কার্যাবিধান সম্বন্ধে নবাব হুদা সাহেব যারপরনাই প্রীত হইয়াছেন। জেলাবোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান বোধহয় আর কোথাও নাই।

জঙ্গিপুর সংবাদ: ৯।২।১৩২৪ ইং ২৩৫।১৯১৭

ঘড়ির চোরাই পার্টস্ আটক

জঙ্গিপুর, ২১শে জুলাই—গত ১৬ই জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানার জালালপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লালগোলার কাষ্টম্স্ ইন্সপেক্টর প্রায় দুই হাজার টাকার চোরাই ঘড়ির পার্টস্ পাচারের সময় ধরে ফেলেন। দুর্বৃত্তেরা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। পার্টস্গুলি আটক করা হয়েছে।

পৌর কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ

জঙ্গিপুর, ২২শে জুলাই—বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে জঙ্গিপুরের পৌর কর্মীরা গত ১৮ই জুলাই থেকে রাজ্যের তেত্রিশ হাজার পৌর কর্মীর সাথে একযোগে যে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছিলেন গতকাল চারদিনের মাথায় তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করেই নাকি এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। ধর্মঘট চলাকালীন শহরের পথ-ঘাট-নর্দমা-খাটা পায়খানা ইত্যাদির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। একে তো করের বোঝায় পৌরবাসী অতিষ্ঠ, তার উপর এই ধর্মঘট তাঁদের প্রাণকে ওষ্ঠাগত করেছিল।

মিশায় আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে জুলাই—স্থানীয় শহরের অনতিদূরে গোপালনগর গ্রামের শচীন ঘোষকে পুলিশ ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন ইত্যাদির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। সর্ব্বশেষ খবরে প্রকাশ, শচীনের উপর মিশা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।

৭২ কিঃ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতার আলোচনা সভা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে জুলাই—গতকাল জঙ্গিপুর পৌর ভবনে সহকারী জেলা শাসকের উপস্থিতিতে জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ৭২ কিঃ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন বহরমপুরে একই বিষয়ে আলোচনার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন হয়। আগামী ২৬শে আগষ্ট সন্তরণ প্রতিযোগিতার দিন ধার্য্য হয়েছে।

বিদেশ যাত্রা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে জুলাই—স্থানীয় শহরের প্রবীণ চিকিৎসক ও কংগ্রেস নেতা স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ আশিস্কুমার মুখোপাধ্যায় দিল্লী হতে এম, এস পাশ করে বেরী স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পি, এইচ, ডি পড়বার জন্য গত ২২শে জুলাই লণ্ডন যাত্রা করেছে। আমরা আশিসের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

হরিনাম সংকীর্ত্তন

সাগরদীঘি, ১৫ই জুলাই—গতকাল স্থানীয় সার্ব্বজনীন কমিটির উদ্যোগে সার্ব্বজনীন পূজা মণ্ডপে সারারাত্রিব্যাপী এক হরিনাম সংকীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়। ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কীর্ত্তন-শিল্পী শ্রীরাধারমণ দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অষ্টপ্রহর উপলক্ষে গত বুধবার প্রখ্যাত বেতার শিল্পী শ্রীনদীয়ানন্দ ঠাকুরের কীর্ত্তন পরিবেশনায় অনুরূপ একটি হরিনাম সংকীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রসন্তানের (?) হীন ষড়যন্ত্রে সেই অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়।

মহকুমা-শাসক বদলি হলেন

জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীভরতরাজ বাজাজ আই, এ, এস মহাশয় এখান থেকে বদলি হয়ে কালিম্পং-এর মহকুমা-শাসকের কর্ম্মভার গ্রহণ করেছেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক হয়ে আগামী ৩০শে জুলাই আসছেন শ্রীএইচ, বি, নায়েক আই, এ, এস মহাশয়।

THE FOOD CORPORATION OF INDIA,
OFFICE OF THE DISTRICT MANAGER.
MURSHIDABAD, P.O. KHAGRA.

Ref. No. F/10-73/Storage/SA/188(108)/FCI

Dt. 19. 7. 73

Tender Notice.

Sealed Tenders in double sealed covers (both the covers to be addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad) are invited from experienced and bonafide persons/firms, having suitable Godowns for storing foodgrains (including dal/potato/mustard seed etc.) and gunnies, to work as Storing Agents at the following places :

	Location.	Capacity.
(1)	At or near about Beldanga preferably on the main road :	1000 M. T.
(2)	At or near about Dhuliyan preferably on the main road :	2000 M. T.

Tender forms with full details can be had on payment of Rs. 15=00 per set in cash from the office of the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad between 11 A. M. and 2 P. M. every working day (except Saturday) from 3. 8. 73 to 14. 8. 73.

Tenderers should specifically mention the location and capacity of their godowns and show proof of their possession of the Godowns. They should furnish Rs. 1,000=00 as earnest money in the form of Demand Draft/Deposit at Call Receipt on State Bank of India/Scheduled Bank in favour of the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad.

Tenders alongwith earnest money should reach the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad, before 2 P. M. on 17th August, 1973, and the same will be opened on the same day at 2-30 P. M. by the District Manager in presence of those of the tenderers or their authorised representatives, who may be present at the time of opening the tenders.

Successful tenderers will have to execute agreement in the model form with the Food Corporation of India and furnish a security deposit of Rs. 10,000=00 in approved securities duly pledged.

The District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad, reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason.

Sd/- P. B. Mukherjee.
District Manager,
19-7-73 Food Corporation of India, Murshidabad.

মিছিল—স্মারকলিপি

অরঙ্গাবাদ, ২২শে জুলাই—১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বে একটি বিরাট মিছিল গত ১২ই জুলাই শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সুতী ২নং উন্নয়ন সংস্থাধিকারিকের নিকট মূল্যবৃদ্ধি রোধ, খাদ্য সংকটের অবসান, মজুরী সংকোচন নীতি বাতিল, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান, ট্রেড-ইউনিয়ান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হামলা বন্ধ ইত্যাদি দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

স্রোতের তুফানমেল

ফরাক্কা-ব্যারেজ—রাজস্থান সরকারের ব্যবহারের জন্য সেনট্রাল ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোরটের (কেন্দ্রীয় সরকারের) কয়েকটি ষ্টীমার রাজস্থানের পথে কলিকাতা থেকে ফরাক্কায় পৌচেছে দিন কয়েক হোল।

গত ১৩ই জুলাই একটি ষ্টীমার ব্যারাজের পায়ার মধ্যে দিয়ে উজানে ওঠার পর গঙ্গার প্রবল স্রোতের চাপে দুর্ঘটনায় পড়ে। সকল আরোহীই জলে পড়ে। একজন জখম হয়। ষ্টীমারটি স্রোতের টানে ডবল ইনজিন চালু থাকা সত্ত্বেও ডুবে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং একটি বন্ধ গেটের কপাটে ধাক্কা লেগে আটকিয়ে যায়। ষ্টীমারের মাস্তুলসহ উপরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গেট খুলে তাকে ভাটিতে আনা হয়েছে এবং দেহ.মেরামতির কাজ চলছে।

ব্যারাজ কর্ত্তৃপক্ষ নদীর মূলস্রোত পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম ধারে পরিবর্ত্তনের জন্য পূর্ব্ব ধারের সমস্ত গেট বন্ধ রেখেছেন, ফলে পশ্চিমের গেট দিয়ে স্রোতের তুফানমেল চলছে।

দুষ্কৃতকারী ধৃত

ফরাক্কা-ব্যারেজ—মহাদেবনগর গ্রামের গ্রামরক্ষীবাহিনীর তৎপরতা এবং গ্রামবাসিগণের সময়মত সহযোগিতার ফলে ওই গ্রামে গত ১৬ই জুলাই একটি অঘটন ঘটতে পারেনি এবং ঝুঁকি নেয়ার ফলে পাঁচজন পাকড়াও হয়েছে সম্মিলিতবাহিনীর হাতে। তাদেরকে পুলিশের হাতে দেয়া হয়। পুলিশ তাদের চালান দিয়েছে। তাদের কাছে পাওয়া যায় বোমা, দেশীঅস্ত্র আর ধারাল ছোরা-ছুরি। তারা ডাকাতি করতে মনস্থ করেছিল। বাড়ী তাদের বহরমপুর এলাকার আশেপাশে। বেশ কয়েকজন বোমা ফাটিয়ে পালিয়েও গিয়েছে।

প্রকাশ, ছোট ছোট প্যান্ট পড়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ওই গ্রামে প্রবেশ করলে গ্রামরক্ষীবাহিনীর নজরে পড়ে। ধ্বস্তাধ্বস্তিও হয়। বোমা ফাটিয়ে ভীতিসঞ্চারের সুযোগে পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গ্রামবাসিগণের প্রচেষ্টায় পাঁচজন ধরা পড়ে। হাটুরে ধোলাইয়ের পর পুলিশের হাতে দেয়া হয়।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল ছাত্রছাত্রীদের খাতা 'রিভিউ' করতে চান।

এতে করে পর্ষদ্ সম্বন্ধে সকলের 'ভিউ' ভাল হবে।

* * *

রাজ্য সরকার যাত্রাশিল্পের উন্নয়নের জন্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

মিত্রতা কী যাত্রা!

* * *

দুর্গাপুরের টারবাইন বিশেষজ্ঞটি বিদেশী ; মাসিক বেতন ২৪০০০ টাকা।

আসল শ্বেতহস্তী!

* * *

যিশুখ্রীষ্টের প্রণয় নামে এক আদিরসাত্মক কাহিনীচিত্র দক্ষিণ ফ্রান্সে তৈরী হচ্ছে। তাতে ডেনমার্ক দিচ্ছে ছয় লক্ষ ক্রাউন।

খৃষ্টভাগ্যে ত্রি-ক্রাউন। যথা : পিতর, পল দিলেন শ্রদ্ধার ক্রাউন ; ইহুদীরা পরাল কাঁটার ক্রাউন ; তাঁর আদিরসানুসন্ধিৎসায় ডেনমারকের ছ' লক্ষ ক্রাউন।

* * *

কলিকাতা পোর্ট কমিশনারর্স এর কাঁটাপুকুর গুদামে মজুত ৫৮ হাজার বস্তা চিনি (দাম ২ কোটি টাকা) বাজারে ছাড়ার জন্যে কথা বলতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী প্রমুখেরা উক্ত পোর্ট কমিশনার্স-এর চেয়ারম্যানের কাছে শুনলেন যে, এ চিনির মালিক এক বেসরকারী সংস্থা, এ চিনির সঙ্গে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের কোন সম্পর্ক নাই।

কাঁটাপুকুরের ঝাঁটা!

পানীয় জলের অভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত

সাগরদীঘি, ২২শে জুলাই—এই ব্লকের বন্যেশ্বর গ্রামের জনজীবন পানীয় জলের অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামের প্রয়োজনীয় পানীয় জলের একমাত্র অবলম্বন দুইটি নলকূপের একটি অনেক দিন আগেই জবাব দিয়েছে এবং অপরটি প্রায় তিন মাস থেকে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। নলকূপ দু'টি সারাবার জন্য ব্লক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহুবার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবুও বন্যেশ্বর গ্রামের অধিবাসীরা এই ব্যাপারে গ্রামীণ জলসরবরাহ সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

সরকারী অবহেলা

ধুলিয়ান, ১৯শে জুলাই—আজ বেশ কিছুদিন হল সমসেরগঞ্জ থানার অত্যন্ত জরুরী টেলিফোন সরকারের খামখেয়ালীতে বন্ধ। থানার লাইন চাইলেই উত্তর পাওয়া যায় "লাইন সাস্‌পেণ্ড প্লিস।" অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, সরকার টেলিফোনের বিল না মেটানতেই নাকি একটি প্রয়োজনীয় টেলিফোনের লাইন দীর্ঘদিন যাবৎ সাস্‌পেণ্ড হয়ে আছে।

ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২০শে জুলাই—গতকাল এই থানার মেঘাশিয়ারা গ্রামের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে একটি চলন্ত ট্রাক পাশ কাটতে গিয়ে একটি কালভার্টে সজোড়ে ধাক্কা মারে। ফলে ঐ ট্রাকের (ডব্লিউ, বি, কে—৮৯৪২) চালক এবং ক্লীনার গুরুতরভাবে জখম হন। আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তির পর ট্রাকচালক জীবনকৃষ্ণ দেবনাথ মারা যান।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-9C8

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত